# হাওয়ারীনামা

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

## রুকু ১৯

(১)আপল্লো যখন করিন্থে ছিলেন, সেই সময় হযরত পৌল রা. সে-সব এলাকা ঘুরে ইফিসে এলেন। (২)সেখানে তিনি কয়েকজন ইমানদারের দেখা পেলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা যখন ইমান এনেছিলেন, তখন কি আল্লাহর রুহকে পেয়েছিলেন?" তাঁরা বললেন, "না, আল্লাহর রুহ্ যে আছেন, সে-কথা আমরা শুনিইনি।"

(৩)তখন তিনি বললেন, "তাহলে আপনারা কোন বায়াত পেয়েছিলেন?" তারা বললেন, "হযরত ইয়াহিয়া আ. এর বায়াত।" (৪)হযরত পৌল রা. বললেন, "হযরত ইয়াহিয়া আ. এর বায়াত ছিলো তওবার বায়াত। সেটা লোকদের বলছে- তারপরে যিনি আসছেন, তাঁর ওপরে, অর্থাৎ হযরত ইসা মসিহের ওপরে ইমান আনতে হবে।"

(৫)এ-কথা শুনে তাঁরা হযরত ইসা আ. এর নামে বায়াত গ্রহণ করলেন। (৬)তখন হযরত পৌল রা. তাদের ওপরে হাত রাখলে পর আল্লাহর রুহ তাদের ওপরে এলেন। ফলে তারা ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে ও ভবিষ্যদ্বাণী বলতে লাগলেন। (৭)সব মিলে তারা প্রায় বারোজন ছিলেন।

(৮)তিনি সিনাগোগে ঢুকলেন এবং তিনমাস পর্যন্ত খুব সাহসের সংগে কথা বললেন। তিনি আল্লাহর রাজ্য সম্বন্ধে যুক্তি তর্কের মধ্যদিয়ে বলতে থাকলেন। (৯)যখন কয়েকজনের মন কঠিন বলে ইমান আনতে অস্বীকার করলো এবং সকলের সামনে পথের বিষয়ে নিন্দা করতে লাগলো, তখন তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি ইমানদারদের সংগে নিয়ে তুরান্ন নামে একজন শিক্ষকের বক্তৃতা দেবার ঘরে গিয়ে প্রত্যেক দিন যুক্তি তর্কের সংগে আলোচনা করতে লাগলেন।

(১০)দু' বছর এভাবেই চললো। তাতে এশিয়ার সমস্ত অধিবাসী, ইহুদি ও গ্রীক, আল্লাহর কালাম শুনতে পেলো। (১১)আল্লাহ পৌলের মধ্যদিয়ে খুবই আশ্চর্য কাজ করলেন। (১২)তাঁর ব্যবহার করা গামছা ও গায়ের কাপড় রোগীদের কাছে নিয়ে গেলে তাদের অসুখ ভালো হয়ে যেতো এবং ভূতেরাও তাদের ছেড়ে যেতো।

(১৩)কয়েকজন ইহুদি সাইয়্যিদুনা হযরত ইসা আ. এর নাম ব্যবহার করে ভূত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। তারা বলতো, "পৌল যাঁর সম্পর্কে প্রচার করেন, সেই হযরত ইসা আ. এর নামে আমি তোমাদের বের হয়ে যাবার হুকুম দিচ্ছি।" (১৪)তাদের মধ্যে স্কিবা নামের এক প্রধান ইমামের সাতটি ছেলে ঐরকম করতো।

(১৫)কিন্তু ভূত তাদের বললো, "আমি ইসাকেও চিনি, পৌলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কারা?" (১৬)তখন ভূতে পাওয়া লোকটি তাদের ওপর লাফিয়ে পড়লো। আর তাদের সবাইকে এমনভাবে আঘাত করলো যে, তারা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উলঙ্গ অবস্থায় সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলো।

(১৭)এই খবর যখন ইফিসে বাসকারী ইহুদি ও গ্রীকরা জানতে পারলো, তখন তারা সবাই খুব ভয় পেলো এবং হযরত ইসা আ. এর নামের প্রশংসা হলো। (১৮)যারা ইমান এনেছিলো, তাদের অনেকে এসে খোলাখুলিভাবেই তাদের খারাপ কাজের বিষয় স্বীকার করলো।

(১৯)যারা জাদুর খেলা দেখাতো, তাদের মধ্যে অনেকে তাদের বই-পুস্তক এক সংগে জড়ো করে, সবার সামনেই সেগুলো পুড়িয়ে ফেললো। বইগুলোর দাম হিসাব করলে দেখা গেলো পঞ্চাশ হাজার দিনার। (২০)আল্লাহর কালাম এভাবে মহাশক্তিতে ছড়িয়ে পড়লো এবং লোকদের মনে আরো বেশি করে কাজ করতে লাগলো।

(২১)এসব ঘটার পর হযরত পৌল রা. ঠিক করলেন, তিনি মেসিডোনিয়া ও আখায়া হয়ে জেরুসালেমে যাবেন। তিনি বললেন, "সেখানে যাবার পরে আমি অবশ্যই রোম শহরেও যাবো।" (২২)তাই তিনি হযরত তিমথীয় র. ও হযরত ইরাস্তাস র. নামে তার দুই সাহায্যকারীকে মেসিডোনিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। আর তিনি আরো কিছুদিন এশিয়ায় রইলেন।

(২৩)সেই সময় হযরত ইসা আ. এর পথের বিষয় নিয়ে খুব গোলমাল শুরু হলো। (২৪)দিমিত্রিয় নামে একজন রৌপ্যকার দেবী আর্তেমিসের ছোট-ছোট রুপার মন্দির তৈরি করতো। এতে কারিগরদের খুব লাভ হতো। (২৫)সে তার মতো অন্যান্য কারিগরদের এক জায়গায় ডেকে বললো, "ভাইয়েরা, তোমরা তো জানো যে, এই ব্যবসা দিয়ে আমাদের অনেক আয় হয়। (২৬)তোমরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছো যে, পৌল নামের ঐ লোকটা আমাদের এই ইফিসে এবং বলতে গেলে প্রায় গোটা এশিয়ায় অনেক লোককে ভুলিয়ে অন্য পথে নিয়ে গেছে। সে বলে যে, হাতে তৈরি দেবদেবী আল্লাহ্ নন। (২৭)এবং এতে কেবল যে আমাদের ব্যবসার সুনাম যাবে তা নয়, কিন্তু মহান দেবী আর্তেমিসের মন্দিরও

মিথ্যা হয়ে যাবে। আর গোটা এশিয়ার সমস্ত লোক, এমনকি দুনিয়ার সবাই, যে-দেবীর উপাসনা করে, তিনি নিজেও মহান থাকবেন না।”

(২৮)এ-কথা শুনে সেই লোকেরা রেগে আগুন হয়ে গেলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, “ইফিসীয়দের দেবী আর্তেমিসই মহান।”

(২৯)গোটা শহর গোলমালে পূর্ণ হয়ে গেলো। সবাই এক সংগে সভা বসার স্থানে ছুটে গেলো। এবং হযরত পৌল রা. এর দুই সঙ্গী মেসিডোনিয়ার গাইয় ও আরিস্টার্খকেও তারা ধরে নিয়ে গেলো।

(৩০)হযরত পৌল রা. ভিড়ের সামনে যেতে চাইলেন কিন্তু ইমানদারেরা তাকে যেতে দিলেন না। (৩১)এশিয়া প্রদেশের কয়েকজন রাজকর্মচারী হযরত পৌল রা. এর বন্ধু ছিলেন। তারাও তাঁকে খবর পাঠিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন, যেনো তিনি সভাস্থলে না-যান।

(৩২)এর মধ্যে সভায় গোলমাল হতেই থাকলো। কিছু লোক এক কথা বলে চিৎকার করছিলো, আবার কিছু লোক অন্য কথা বলে চিৎকার করছিলো এবং বেশিরভাগ লোকই জানতো না যে, কেনো তারা সেই সভায় এসেছে।

(৩৩)ইহুদিরা আলেকজান্ডারকে সামনে ঠেলে দিলে পর কয়েকজন তাকে বলে দিলো কী বলতে হবে। এবং আলেকজান্ডার হাতের ইশারায় লোকদের চুপ করাতে চেষ্টা করলো, যেনো সে নিজের পক্ষে কথা বলতে পারে। (৩৪)কিন্তু তারা যখন জানতে পারলো যে, সে একজন ইহুদি, তখন সবাই এক সংগে প্রায় দু’ ঘন্টা ধরে এই বলে চিৎকার করলো, “ইফিসীয়দের দেবী আর্তেমিসই মহান।”

(৩৫)শহরের একজন সরকারি কর্মচারী লোকদের চুপ করিয়ে বললেন, “ইফিসের লোকেরা, এ-কথা কে না-জানে যে, মহান আর্তেমিস দেবীর মন্দিরের এবং আকাশ থেকে পড়া তার মূর্ত্তির রক্ষাকারী হলো ইফিস শহর? (৩৬)যেহেতু এ-কথা যখন অস্বীকার করা যায় না, তখন তোমাদের শান্ত হওয়া উচিত এবং তাড়াহুড়া করে কিছু করা উচিত নয়। (৩৭)তোমরা এই লোকদের এখানে এনেছো; যদিও এরা আমাদের মন্দিরগুলো থেকে চুরিও করেনি এবং আমাদের দেবীর নিন্দাও করেনি।

(৩৮)যদি দিমিত্রিয় ও তার সঙ্গী-কারিগররা কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে চায়, তবে আদালত তো খোলাই আছে, আর বিচারকেরাও সেখানে আছেন। তারা সেখানে একে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। (৩৯)যদি তোমরা এর বাইরে কিছু জানতে চাও, তাহলে নিয়মিত সাধারণ সভায় তার মীমাংসা করতে হবে। (৪০)কারণ আজকের দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবার জন্য আমাদেরই ওপর দোষ

পড়ার ভয় আছে। যেহেতু এই গোলমালের কোনো কারণই আমরা দেখাতে পারবো না।” (৪১)এই বলে তিনি সভা ভেঙে দিলেন।